অথবা, সামাজিক সচলতা কি? এর মূল রূপগুলি কি?

(What is social mobility. Discuss various forms of social mobility.)

⇨ **উত্তর।** সমাজ হল একটি গতিময় ধারাবাহিকতা। এর চলন অবিরাম গতিভিত্তিক। আবার সমাজ একটি আন্তঃমানবিক সম্পর্কের এক নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াও বটে। এর ফলে সমাজে সচলতার আবির্ভাব ঘটে। তবে সমাজভেদে এই সচলতার মাত্রা ভিন্ন প্রকৃতির হয়। আবার সমাজতাত্ত্বিকগণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সামাজিক সচলতার সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, সামাজিক স্তরবিন্যাস যত অনমনীয় হবে, সামাজিক সচলতা ততই নিম্নমাত্রায় প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ সামাজিক সচলতা বৃদ্ধির জন্য নমনীয়

সামাজিক স্তরবিন্যাস একান্ত প্রয়োজন। আবার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া যথাযথ না হলেও সামাজিক সচলতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সামাজিক মানুষের পারস্পরিক পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে যে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়, তা থেকেও সামাজিক সচলতার পথ রুদ্ধ হয়ে আসে।

সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক এককগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরের অবস্থা ও অবস্থানের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রত্যেকের সম্পর্কের পৃথকীকরণ। প্রত্যেকের মধ্যেই এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত যে, তার তুলনায় সমাজের কিছু মানুষ উচ্চমানের, কেউ কেউ আবার নিম্নমানের। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যক্তি এই উভয় স্তরের মানুষ থেকে নিজের একটা পৃথক স্থান গড়ে তোলেন। এর কারণ হল তথাকথিত উচ্চতরের মানুষের থাকে উপেক্ষার সম্ভাবনা, আবার তথাকথিত নিম্ন স্তরের মানুষকে নিজের উপেক্ষা। ফলে দেখা যায় যে, ব্যক্তি মূলত তার সমমান ও সমমর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেই যাবতীয় সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ফলে সমাজ প্রগতির পথে যেখানেই পৌঁছে যাক না কেন, সামাজিক সচলতার গতি একটা স্থানে নিয়ন্ত্রিত থেকেই অবস্থান করে। এরই মধ্য দিয়ে সমাজের সচলতা নির্দেশিত হয় সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের সুযোগ-সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যক্তি/গোষ্ঠী যদি অপেক্ষাকৃত অবাধে তার সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে সক্ষম হয়, সামাজিক সচলতা সেখানে সচল বলা যায়। আর তা না হলে সামাজিক সচলতার পথ মোটামুটিভাবে রুদ্ধ ধরা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় **মুক্ত সমাজে** (open society) এই সামাজিক সচলতা উন্মুক্ত, আর বদ্ধ **সমাজে** (closed society) তা রুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে একথাও উল্লেখ্য যে নিখুঁতভাবে সামাজিক সচলতার (perfectly mobility) কোন মানদণ্ডেই কোন সমাজকে বিচার বিবেচনা করা সম্ভব নয়। দেশ-কালভেদে এর গতি নানা প্রকৃতির হয়। সমাজের অবস্থানগত মানদণ্ডেই তাকে বিচার করতে হবে। সম্পূর্ণভাবে সচল, বা সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ কোন সমাজের অবস্থান হতে পারে না।

আলোচনার গতিবিধিকে পাথেয় করে সামাজিক সচলতার সংজ্ঞা নিরূপণের মাধ্যমে এর স্বচ্ছতা গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয়। সামাজিক সচলতা বলতে বোঝায়—ব্যক্তি/ব্যক্তি সমষ্টির সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থান পরিবর্তন। এর ফলে সামাজিক মর্যাদাগত পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক মর্যাদা বংশগতির সূত্রে আরোপিত হতে পারে। তবে ব্যক্তি তার শিক্ষা, সংস্কৃতি, বৌদ্ধিক প্রাবল্যের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদায় (অর্জিত) প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সচলতা হল—সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই একটি সামাজিক স্তর/অবস্থা থেকে অন্য একটি সামাজিক স্তর/অবস্থায় উপনীত হওয়া। এই পথে ব্যক্তির অবস্থিত মর্যাদা/সামাজিক স্তরের উচ্চ কোন স্তরে আরোহণ, অথবা নিম্নস্তরে অবরোহণ ঘটতে পারে।

বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক সামাজিক সচলতার সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক সরোকিন (P. A. Sorokin) বলেন, নিজের চেষ্টায় কোন ব্যক্তি যদি তার সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়, সেই পরিবর্তিত সামাজিক স্তর হল সামাজিক সচলতা। তিনি প্রসঙ্গত আরও বলেন যে, যখন আমরা উচ্চশ্রেণিতে আরোহণের বা নিম্নশ্রেণিতে অবরোহণের কথা বলি, তখন সামাজিক ব্যবধানের প্রশ্ন এমনিতেই আমাদের মনে জেগে ওঠে। এই সামাজিক ব্যবধানের মধ্য দিয়েই সামাজিক সচলতা মূর্ত হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক

অধ্যাপক **লা-পেয়ার** (La-Piere) বলেন—একটি চলমান এবং পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোয় যেখানে সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলছে, সেখানে সামাজিক শ্রেণিগুলি যুক্তভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়। এই ধরনের গতিশীল সমাজে ব্যক্তি/ব্যক্তি সমষ্টির উচ্চশ্রেণিতে উন্নীত হবার সম্ভাবনার পথ যেমন প্রশস্ত হয়, তেমনি শ্রেণি পর্যায়ে নিম্নগামী হবার সম্ভাবনাও কম নয়। সামাজিক কাঠামোয় সামাজিক শ্রেণিগুলির বিপরীতধর্মী ক্রিয়া ক্রমাগত চলছে। অর্থাৎ একদিকে নিম্ন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত হবার ক্রিয়া, অপরদিকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদায় অধঃপতিত হবার ক্রিয়া অবিরত চলছে। **ইয়ং এবং ম্যাক** (K. Young and R. W. Mack) এর দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সচলতা হল কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিসমষ্টির প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন, একটি নির্দিষ্ট সমাজ কাঠামোর ভিতরেই মানুষের শ্রেণি বা সামাজিক স্তরগত অবস্থানের পরিবর্তন।

সুতরাং, সামাজিক সচলতা হল সামাজিক চলমানতা। ব্যক্তিগতভাবে অথবা পারিবারিক ভিত্তিতে শ্রেণি বিন্যাসের নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তরে আরোহণ অথবা এক বৃত্তি থেকে অন্য বৃত্তিতে স্থানান্তর ঘটলে তাকে সামাজিক সচলতা বলে। অর্থাৎ সামাজিক সচলতায় **(ক) নিম্ন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন** ব্যক্তিদের **উচ্চ সামাজিক** মর্যাদায় গমন, **(খ)** উচ্চ সামাজিক মর্যাদা থেকে নিম্ন সামাজিক মর্যাদায় অবতরণ এবং **(গ)** ভৌগোলিক সচলতার মাধ্যমে **সমান্তরাল সামাজিক** মর্যাদার অধিষ্ঠান প্রক্রিয়া অবিরত অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক সচলতার প্রক্রিয়াগত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একে **উল্লম্বী** (Vertical) এবং **অনুভূমিক** (Horizontal) সামাজিক সচলতা হিসাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। সচলতার দিক নির্ণয়ের ভিত্তিতে **উল্লম্বী সচলতাকে** (Vertical Mobility) আবার দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এগুলি উচ্চ-নীচ, বা উর্ধ্ব-অধ এরূপে বিভাজিত হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির একটি সামাজিক পদমর্যাদা থেকে অন্য সামাজিক পদমর্যাদায় গমনাগমনকে উল্লম্বী সামাজিক সচলতা বলে। উল্লম্বী সচলতার প্রকাশ ঘটে সাধারণত মুক্ত সামাজিক পরিবেশে। নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যদি কোন ব্যক্তি কাম্য অবস্থান অর্জন করে, যদি সে তার নিজের ও পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন সাধন করে, তবে তা উল্লম্বী **সামাজিক সচলতা** (Vertical Mobility) হিসাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে। উল্লম্বী সচলতা যেমন উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা অর্জনে সক্ষম, তেমনি কোন কারণে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে বা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিম্নবর্তী হলে তাকেও উল্লম্বী সামাজিক সচলতা হিসাবে গণ্য করা হবে।

সুতরাং, উল্লম্বী সামাজিক সচলতার গতি **উর্ধ্বমুখী** বা নিম্নমুখী হয়ে থাকে। যখন ব্যক্তির সামাজিক সচলতার ফলে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ঘটে, তা হলে তাকে **উর্ধ্বমুখী উল্লম্বী সামাজিক সচলতা** বলে (Upward Vertical Mobility)। যেমন কোন ঝাড়ুদারের ছেলে উচ্চ মেধার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। এইভাবে উচ্চতর পেশা অবলম্বনের মাধ্যমে ব্যক্তি উচ্চ সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন। উর্ধ্বমুখী উল্লম্বী সামাজিক সচলতার ফলে সুযোগ সুবিধার বৃদ্ধি ঘটে। আবার সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্বও এর

করে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে নেমে আসতে বাধ্য হন, তখন সমাজে তার যে নিম্নমুখী মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ধরনের অবস্থান্তরকে **নিম্নমুখী সামাজিক সচলতা** বলে (Downward Vertical Mobility)। যেমন—কোন ব্যাংক অফিসার তার কৃতকর্মে অবহেলার অজুহাতে চাকুরি থেকে বরখাস্ত হলেন। এ ক্ষেত্রে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সামাজিক স্তর বিন্যাস নিম্নমুখী রূপ লাভ করে।

সামাজিক সচলতার আর একটি প্রকারভেদ হল **অনুভূমিক সামাজিক সচলতা** (Horizontal Mobility)। সম সামাজিক স্তরের মধ্যেই সম মর্যাদার একটি পেশা বা পদ থেকে অন্য একটি পেশা বা পদে স্থানান্তরকে অনুভূমিক সামাজিক সচলতা বলে। এক্ষেত্রে পেশা বা পদের পরিবর্তন ঘটতে পারে, আবার পেশা বা পদের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবলই স্থানান্তরের মাধ্যমে তা অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই ধরনের সচলতা যে কোন সমাজেই ঘটতে পারে। একই সামাজিক স্তরে, সমাজ কাঠামোর মধ্যে একইরূপ অবস্থান বজায় রেখে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যে সচলতা প্রকাশ পায় তাকেই **অনুভূমিক সামাজিক সচলতা** (Horizontal Mobility) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন কোন শ্রমিক/ চাকুরিজীবী একই ধরনের কাজ নিয়ে, একই অর্থনৈতিক (বেতন ইত্যাদি) সুযোগ সুবিধাসহ অন্য কোন চাকুরি ক্ষেত্রে নিযুক্ত হন, সেক্ষেত্রে এই ধরনের সচলতা ঘটতে পারে। তাছাড়া স্থান পরিবর্তনের শর্তে কর্মে নিযুক্ত হয়ে কোন ব্যাংক ম্যানেজার একটি স্থান থেকে অন্য স্থানে একই পদে একই ব্যাঙ্কে নিযুক্ত হন, সে ক্ষেত্রে অনুভূমিক সামাজিক সচলতা ঘটে থাকে। এই ধরনের সচলতার ভৌগোলিক স্থানান্তর হয় মাত্র, মর্যাদাগত অবস্থান্তরের কোন প্রকার সুযোগ ঘটে না। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ভৌগোলিক স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পদমর্যাদাগত অবস্থান্তরও ঘটে থাকে। যেমন কোন সরকারি কর্মচারী একই অফিসের কাজে পদোন্নতি সহ অন্য স্থানে নিযুক্ত হলেন। এক্ষেত্রে উল্লম্বী এবং অনুভূমিক উভয়প্রকার সচলতাই কার্যকরী হল।

বাস্তবিক অর্থে, সামাজিক সচলতার এই ত্রিমুখী (ঊর্ধ্ব-অধ, অনুভূমিক) গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করা গেলেও এটি রীতিমত একটি জটিল সামাজিক বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এটি বহুমাত্রিকও বটে। গতিপথের ভিত্তিতে এটিকে যেমন ত্রিবিধ হিসাবে ধরা হয়, আবার কালগত বিচারে দু ধরনের সচলতার কথাও বলা হয়ে থাকে। কালগত দিক থেকে দুই প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক সচলতার উপস্থিতির কথা বলা হয়ে থাকে। পিতা-মাতা বা সমতুল্যদের সঙ্গে পুত্র-কন্যাদের সামাজিক সম্পর্কগত আলোচনা করলে প্রজন্মগত সচলতার প্রকৃতি অনুধাবন করা যেতে পারে। তবে সাম্প্রতিককালে এই দুই প্রজন্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যত সহজ-সরল হয়েছে তা পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলিতে ছিল না বললেই চলে। ফলে সাম্প্রতিক দুই প্রজন্মের মধ্যে **সামাজিক সচলতার** (Inter-generational Mobility) হারও ঊর্ধ্বমুখী গতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

আবার পরিপ্রেক্ষিত বিচারের মাধ্যমে এরূপ লক্ষ্য করা গেছে যে, একটা প্রজন্মের মধ্যেও **সামাজিক সচলতা** (Intragenerational mobility বা Career mobility) বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে যে সকল সামাজিক পরিবেশের অভ্যন্তরে উন্মুক্ত/উদারনৈতিক/গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে, সেই সকল সমাজে কম বেশি সকলেই অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ লাভ করছে। নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্ম (তরুণ/তরুণী) নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক

সময় বংশানুক্রমিক নির্দিষ্ট পেশা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজ আর এই ধরনের পেশাগত পরাধীনতার মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ জীবন-যাপন করতে হয় না। তাছাড়া পেশাগত বৈচিত্র্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, পেশার অবস্থান্তর ঘটছে, নানাবিধ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পেশা নির্বাচনের উন্মুক্ত পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে। তাই সাম্প্রতিক প্রজন্মের কাছে সামাজিক সচলতা অনেকখানি সচল এবং উন্মুক্ত রূপ ধারণ করেছে।

সামাজিক সচলতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্থানগত বা পরিপ্রেক্ষিতগত (contextual dimension) দিক। কখনও কখনও দেখা যায় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেই সামাজিক সচলতা প্রসারিত হচ্ছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে যে, পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলিই সামাজিক সচলতার অন্যতম পটভূমি। বস্তুতপক্ষে, সহায় সম্পদ বা ক্ষমতার পরিবর্তন সামাজিক-সচলতার পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে কাজ করে। যেমন কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হলে তার ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও পরিবারভুক্ত জীবনেও সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক সচলতার অর্থ ও প্রকরণ নিরূপণে আরও দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়, তা হল—**সচলতার মূল একক** (unit of mobility) সংক্রান্ত। কোন দেশে হয়ত সমগ্র সম্পর্কই সচলতায় উজ্জ্বল। যে সমাজ বিপ্লব দ্বারা আকীর্ণ, সেখানে সার্বিক সচলতা অনুষ্ঠিত হবে। আবার কোথাও সচলতার একক হল পরিবার বা সামাজিক স্তর। যেমন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অভিজাত পরিবারগুলি অনুভূমিক সচলতা বজায় রাখে। এই সমাজে কেউ চাইলে উল্লম্বী সচলতা ঘটাতে পারলেও সাধারণত সামন্ত সমাজের সদস্যরা স্থিতাবস্থাতেই অধিকতর আগ্রহী হয়।

সমাজের আপাত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক সচলতা প্রকাশ করছে কি-না তা বুঝতে গেলে সামাজিক সচলতার **বিষয়গত** (objective) এবং **বিষয়ীগত** (subjective) এই উভয় দিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। কোন ব্যক্তির যথেষ্ট পরিমাণে বেতন বৃদ্ধি ঘটলে বিষয়গত ক্ষেত্রে সচলতার প্রকাশ ঘটবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি হয়ত এরূপ মনে করতে পারেন যে, এই বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে তার সামাজিক মর্যাদার কোন হেরফের ঘটেনি। এখানে হয়ত কোন পদমর্যাদার উন্নতি ছাড়া বেতন বৃদ্ধি ঘটেছে। অথবা কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় সমগোত্রীয় সকলেরই অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। তাই সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণে এই বিষয়ীগত (subjective) উপলব্ধির গুরুত্ব অপরিসীম।